54

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3 ...

মীরপুরে কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সশস্ত্র হামলা

৩টি ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ, শতাধিক আহত ও নিখোঁজ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মীরপুরে গতকাল রোববার দারুস সালাম ও গাবতলীর দিক থেকে আগত কয়েকশ' সশস্ত্র ব্যক্তি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হামলা চালায়। সশস্ত্র ব্যক্তিরা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যাপক ক্ষতিসাধন এবং কেন্দ্রের ৩টি ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নিকাণ্ডে ৩টি ছাত্রাবাসের ৪০টি কক্ষের প্রায় ৪শ' ছাত্রের বইপত্র, কাপড় ও অন্যান্য আসবাবপত্র পুড়েছে। হামলাকারীরা ছাত্রদের নগদ টাকা-পয়সা, রেডিও, টেপ-রেকর্ডার হাতিঘড়িসহ দামী মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। ছাত্রাবাসগুলোর ক্যান্টিন ও খাবার ঘরেরও ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়। হামলাকারীরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দরজা-জানালার কাচ এবং চেয়ার-টেবিল ভেঙেছে। ৪টি ফ্রিজ ও ১টি মোটর সাইকেল পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হামলাকারীরা ৫ টি গাড়ীর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানান।

শিক্ষক-ছাত্র মিলে শতাধিক আহত ।। ১৭জন নিখোঁজ

সশস্ত্র ব্যক্তিদের বেদম মারপিটে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১০ জন শিক্ষক এবং শতাধিক ছাত্র আহত হন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সময়েই ঢুকে মারপিট করা হয়। ছাত্রাবাসগুলোতে মারপিট করা হয়েছে। এই সময় পুলিশও হামলাকারীদের পক্ষ নিয়ে বেদম মারপিট করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। ছাত্ররা আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ে পার্শ্ববর্তী ধান ক্ষেতে পালিয়ে যায়। সেখানেও তাদেরকে মারপিট করা হয়। আহত শিক্ষক ও ছাত্রদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল ও স্থানীয় ফার্মেসীতে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারদের ধর্মঘটের ফলে আহতদের চিকিৎসায় বিঘ্ন ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে যে, সংঘর্ষের সময় ইটপাটকেল নিক্ষেপে ৮জন পুলিশও আহত হয়েছে।

আমাদের মেডিক্যাল রিপোর্টার জানান, গুরুতরভাবে আহত ১৬ জনকে ঢাকা মেডিকাল

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

তারিখ 17 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3

দৈনিক সংবাদ

৩টি ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ

(১ম পাতার পর)

কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৪ জনকে পঙ্গু হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

২৮ জন আটক

পুলিশ উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৮ জনকে আটক করেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্র রয়েছেন বলে জানা গেছে। শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিযোগ, পুলিশ আটক করার পরেও তাদেরকে বেদম মারপিট করে।

ঘটনার বিবরণ

শনিবারের ঘটনায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা গতকাল রোববার সকাল ৯টায় তাদের গেটের সামনে মীরপুর রোডে গিয়ে দাঁড়ায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, এ সব ছাত্র কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে দিয়ে মীরপুর রোডে বাস ও মিনিবাস চলাচলে বাধা দেয়। এই সময়ে ছাত্ররা একটি বাস আটক করার চেষ্টা করে; কিন্তু বাসটি আরো দ্রুতবেগে গুলিস্তানের দিকে চলে যায়। এই সময় বিকল্প পরিবহনের একটি মিনিবাস সেখানে পৌঁছে। ছাত্ররা এই বাসটিকে বাধা দেয়নি। বাসটি দারুস সালাম এলাকায় পৌঁছলে পরিবহন শ্রমিকনামধারী একদল সশস্ত্র ব্যক্তি বাসের উপর হামলা চালায়। তারা বাসের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এই খবর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রদের কাছে পৌঁছে। পৌনে ১০ টার দিকে লাঠি, হকিস্টিক, ইট প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে ৬০/৭০ জনের একদল ছাত্র দারুস সালাম এলাকায় যায়। এবার ছাত্রদের সাথে উক্ত পরিবহন শ্রমিক নামধারী সশস্ত্র ব্যক্তিদের সংঘর্ষ শুরু হয়।

প্রায় পৌনে ১ঘণ্টা পর্যন্ত একদল অপর দলকে ধাওয়া করতে থাকে। মাঝে-মধ্যে দু'পক্ষ ইটপাটকেলও ব্যবহার করে। এই সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ১০।১২ জন সামান্য আহত হন।

উপরোক্ত ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার সময়ে কিছুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী অভিযোগ করেছেন।

সকাল প্রায় ১১ টার দিকে মীরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরো বেশ কিছু [illegible] ছাত্রদের অভিযোগ, মীরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ বেপরোয়াভাবে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পুলিশের লাঠিচার্জের সময়ে পরিবহন শ্রমিক নামধারী সশস্ত্র ব্যক্তিরাও তাদেরকে সহায়তা করে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। পুলিশ উক্ত সশস্ত্র ব্যক্তিদের কিছুই করেনি।

সোয়া ১১টার দিকে পুলিশের ছত্রছায়ায় দারুসসালাম এলাকার দিক থেকে ৩/৪শ' এবং গাবতলীর দিক থেকে ৪/৫শ' পরিবহণ শ্রমিক নামধারী সশস্ত্র ব্যক্তি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঢুকে তাণ্ডবলীলা শুরু করে। প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত তারা পুলিশের উপস্থিতিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মারপিট, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যাপক ক্ষতিসাধন, ৩টি ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট চালায়। এখানে ৮০-৮৫ জন আহত হন। এই তাণ্ডবলীলা চলাকালে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিযোগ, কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্যও করেছে। অধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্র অভিযোগ করেছেন যে, জাতীয় পার্টির স্থানীয় একজন প্রভাবশালী নেতার সমর্থনেই গতকাল রোববার এই ঘটনা ঘটায়।

আড়াই ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ

উপরোক্ত ঘটনার কারণে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে দিয়ে মীরপুর রোডে প্রায় আড়াই ঘণ্টা গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল।

দুপুরের দিকে ঢাকা কলেজের কাছে উত্তেজিত ছাত্ররা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ১টি বাসের ক্ষতিসাধন করে। পুলিশ লাঠিচার্জের মাধ্যমে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

শনিবারের ঘটনা

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রদের কাছ থেকে জানা যায় যে, শনিবার সকাল প্রায় ১০টায় ৪জন ছাত্র গেটের কাছে বাস যাত্রী ছাউনিতে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ে কয়েকজন ট্রাফিক পুলিশ সেখানে পৌঁছে তাদের বলে যে, পেছনে একটি বাস কলেজ গেটের কাছে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে পালিয়ে আসছে। এই বাসটিকে ধরার জন্য ট্রাফিক পুলিশ ছাত্রদেরকে অনুরোধ করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে উক্ত বাসটি সেখানে পৌঁছলে শাহজালাল নামে একজন ছাত্রাবাসের কাছে গিয়ে থামতে বলে। কিন্তু বাসের কণ্ডাক্টর ও হেলপার তাকে চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তাকে রাস্তায় এবং গাবতলী বাস ষ্ট্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে বেদম মারপিট করা হয়। গাবতলী বাসষ্ট্যাণ্ডে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ডান হাতে কোপ দেয়া হয়। এই খবর পেয়ে কয়েকজন ছাত্র সেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনে। প্রথমে তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল এবং পরে শুক্রাবাদের সিটি নার্সিং হোম-এ নিয়ে যাওয়া হয়। এখন সে সিটি নার্সিং হোম-এ চিকিৎসাধীন আছে। এর কিছুক্ষণ পর মংমং নামে আরো একজন ছাত্রকে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গেটের কাছ থেকে জোর করে ১টি বাসে উঠিয়ে নেয়া হয়। তাকেও বেদম মারপিট করা হয়। এই খবর পেয়ে তাকে নিয়ে আসার জন্য অধ্যক্ষ সাহেব কয়েকজন শিক্ষককে তাঁর গাড়ী দিয়ে পাঠান। পরিবহন শ্রমিক নামধারী কতিপয় লোক শিক্ষকদের নাজেহাল, ড্রাইভারকে মারপিট এবং গাড়ীর ক্ষতি সাধন করে দুপুর। ১২টার দিকে একজন ছাত্র গাড়ী চালিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসে।

উত্তেজনা বিরাজ করছে

আমাদের মীরপুর প্রতিনিধি জানান, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হামলার ফলে সেখানে ছাত্রদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ পাহারা দেয়া হয়েছে। পুলিশ এলাকায় টহলও দিচ্ছে।

পুলিশের ভাষ্য

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের জনৈক অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, শনিবারের ঘটনার জের হিসেবে গতকাল রোববার মীরপুরে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রদের সাথে পরিবহন শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ লোকজন উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হামলা চালায় এবং ৩টি ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ করে। এতে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্ররাও রাস্তায় ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে কয়েকটি গাড়ীর ক্ষতিসাধন করেছে। দু' পক্ষের সংঘর্ষের সময়ে কয়েকজন পুলিশসহ সংঘর্ষকারীদের ২০/২৫ জন আহত হয়।

উপরোক্ত ঘটনার সময়ে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল বলে শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, একথা সত্য নয়। বরং পুলিশ বার বার লাঠিচার্জের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে।

শ্রমিক ইউনিয়নের বিবৃতি

ঢাকা-আরিচা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব কানু চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মো: অলিউল্লা এক বিবৃতিতে গতকাল রোববার মীরপুর টেকনিক্যালের ছাত্রদের বিরুদ্ধে রাস্তা বন্ধ করে এই রোডে চলাচলকারী গাড়ীসমূহ ভাংচুর এবং গাড়ীর শ্রমিক ও যাত্রীদের মারধর করার অভিযোগ করেছেন। নেতৃবৃন্দ উক্ত ঘটনার তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিদান ও ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ীসমূহের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, গতকাল রোববার সকালে মীরপুরে টেকনিকাল ট্রেনিং সেণ্টারের ছাত্র ও পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে সংঘটিত সামান্য ঘটনার অজুহাতে পুলিশের ছত্রছায়ায় সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা ট্রেনিং সেণ্টারের ভিতরে হামলা চালায় এবং বহু শিক্ষক ও ছাত্রকে আহত করে। গুণ্ডা বাহিনীর মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে বহু শিক্ষক এবং ছাত্র বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন। তারা এ ধরনের নির্যাতনের নিন্দা করেন এবং দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।

১৫ দল

গতকাল রোববার ১৫ দলের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে পুলিশের প্রত্যক্ষ মদদে বহিরাগত গুণ্ডাদের মীরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আক্রমণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ছাত্র-শিক্ষকদের মারপিট করে মারাত্মকভাবে আহত করার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়ার দাবী জানানো হয়েছে।